গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

বিষয়ঃ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র প্রথম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	আ, ক, ম মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	০৩-০১-২০২১, বিকাল ০৩-০০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

সভার শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ জানান, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম সভা আজকে শুরু হতে যাচ্ছে। কমিটির আহবায়ক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ, ক, ম মোজাম্মেল হক, এমপি মহোদয় এ সভায় সভাপতিত্ব করছেন। তিনি ভার্চুয়ালি এবং সরাসরি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গত ১৪ ডিসেম্বর, ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এবং সেখানে মন্ত্রিসভার ০৯ জন মাননীয় সদস্য এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে ১৪ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন মমে নির্দেশনা রয়েছে। তিনি প্রথমে এ কমিটির কার্যপরিধি সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরেন। এ কমিটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের কর্মসূচি প্রণয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জাতীয় কর্মসূচি পর্যালোচনা সংযোজন বা বিয়োজন, কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের নির্দেশনা প্রদান এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে। তাছাড়া এ সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। কমিটির প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে। কমিটির এ সভা প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

২.০. অত:পর তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। ২ লক্ষের অধিক মা বোনের পরম ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের মানচিত্র পৃথিবীর বুকে উজ্জীবিত হয়েছে, তাদের সকলকে তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। এ পর্যায়ে তিনি সভার সভাপতি ও মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে স্বাগত বক্তব্য দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানান।

২.০১. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্যের শুরুতেই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান আজকের সফল রাষ্ট্রনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যিনি এই গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন ৫০ বছর পূর্তি অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তী পালনের জন্য। তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না সেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। ২ লক্ষের অধিক মা বোনের পরম ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের মানচিত্র পৃথিবীর বুকে উড্ডীন হয়েছে। তিনি তাঁদের সকলকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি আরও জানান, বাঙ্গালী জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সুতরাং যথাযথ মর্যাদার সাথে এ সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জানান, যদিও ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী শেষ করার কথা ছিল কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে এ জন্মশত বার্ষিকী/মুজিবশত বার্ষিকী সেভাবে পালন করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, একদিকে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অপর দিকে মহান নেতার জন্মশত বার্ষিকী। কাজেই দুটি কাজই একসাথে করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দুটি কর্মসূচিকে সমন্বয় করে পালন করার আহবান জানান। সভাপতি এ পর্যায়ে বছরব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী পালনের খসড়া কর্মসূচি উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে আহবান জানান।

অপর পৃষ্ঠা-২ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

২. ০২. মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় জানান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সভার জন্য উপস্থাপনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি নির্ধারিত কর্মসূচি যা প্রতিবছর থাকে এবং এ বছরও থাকবে। তিনি জানান ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত এই দশ দিনব্যাপী একটি কর্মসূচির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। সেখানে ২৫ শে মার্চ ও ২৬শে মার্চের কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত আছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য-সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সংক্ষেপে ঐ দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসূচি উপস্থাপন করেন। তবে তিনি বলেন, যেহেতু খসড়া এই অনুষ্ঠানমালা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে সেহেতু এখনই তা প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। কমিটির পরবর্তী সভার কার্যবিবরণীতে চূড়ান্ত অনুষ্ঠানসূচি অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩.০. অত:পর সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে বছরব্যাপী প্রস্তাবিত কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেনঃ

বছরব্যাপী কর্মসূচী		নির্ধারিত সময় ও তারিখ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রত্যেক জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধার নিকট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত শুভেচ্ছা চিঠি প্রেরণ।	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	৫০ টি জাতীয় পতাকা সম্বলিত সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালি প্রতিটি জেলায় প্রদক্ষিণ শুরু। পতাকা প্রদক্ষিণ উপলক্ষ্যে জেলায় মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে। ৬৪ জেলা প্রদক্ষিণ শেষে ১৬ ডিসেম্বর সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালির ঢাকা প্রত্যাবর্তন।		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ /জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / গৃহায়ণ ও গণপূর্ত বিভাগ / স্থানীয় সরকার বিভাগ / বিভাগীয় কমিশনার (সকল) / জেলা প্রশাসক (সকল)/ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল
৩.	সারা বছরব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো (ভারত ও রাশিয়াসহ বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ)।		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / সুরক্ষাসেবা বিভাগ
৪.	বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দান।		প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / জাতীয় সংসদ সচিবালয়
৫.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী কর্মসূচি প্রণয়ন। আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে কর্মসূচি চূড়ান্ত করে এই মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ।		সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৬.	লাইটস এন্ড লেজার শো/ড্রোন শো: সংসদ প্লাজা/হাতির ঝিল/অন্যান্য নির্ধারিত স্থানে রাতের বেলা লাইটস এন্ড লেজার শোর আয়োজন করা (বিশেষ বিশেষ দিনে)।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় /স্থানীয় সরকার বিভাগ / জননিরাপত্তা বিভাগ / বিদ্যুৎ বিভাগ
৭.	গণ হত্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে সেমিনার/আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও গণহত্যা জাদুঘর
৮.	স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরঙ্গনাসহ সকল বীরমুক্তিযোদ্ধাদের, অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (দেশব্যাপী)।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও গণহত্যা জাদুঘর

অপর পৃষ্ঠা-৩ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

৯.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষ উত্তরীয়/টি-শার্ট/ক্যাপ ও বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শাড়ি/শাল ইত্যাদি উপহার প্রদানের লক্ষ্যে জেলা-উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান।	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় /অর্থ মন্ত্রণালয় / জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় / জেলা প্রশাসক (সকল) / উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১০.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক জাতীয় কুইজ/রচনা প্রতিযোগিতা/সংগীত/নৃত্য/চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের জন্য উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে সেরাদের পুরস্কৃত করা।		যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / শিক্ষা মন্ত্রণালয় /জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার
১১.	আন্তর্জাতিক ফুটবল/ক্রিকেট/কাবাডি টুর্নামেন্ট আয়োজন।		যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / ক্রীড়া পরিদপ্তর
মেলা/উৎসব/ সম্মেলন			
১২.	দেশব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী মেলা আয়োজন করা।	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ / জেলা প্রশাসক (সকল) / উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১৩.	নুতন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মুক্তির উৎসব (বছরব্যাপী/বিভাগওয়ারী)।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় / কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ / মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ
১৪.	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক Global Business Summit আয়োজন করা।		পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বিডা।
১৫.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য/স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ			
১৬.	কেন্দ্রীয়ভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল
১৭.	জেলা পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ (৫০টি জাতীয় পতাকাবাহী র‍্যালির সংশ্লিষ্ট জেলায় উপস্থিতির দিনে)।		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / গৃহায়ণ ও গণপূর্ত বিভাগ / স্থানীয় সরকার বিভাগ / বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ জেলা প্রশাসক (সকল) / বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল
১৮.	উপজেলা পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় /সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

অপর পৃষ্ঠা-৪ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

বিশেষউদ্যোগ গ্রহণ-১			
২০.	সুবর্ণজয়ন্তী সৌধ/মিনার/কলাম নির্মাণ।	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে (বছরব্যাপী)।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়/ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২১.	'মুক্তিযুদ্ধ পদক' প্রবর্তন।		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২২.	দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন।		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় /সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় / কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ / মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ।
২৩.	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০,০০০ বাসস্থান (বীরনিবাস) নির্মাণ ও হস্তান্তর।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২৪.	বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা রেকর্ড ও আর্কাইভকরণ।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২৫.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পরিচিতিমূলক ডিজিটাল সনদপত্র ও স্মার্টকার্ড প্রদান।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন-২			
২৬.	মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সম্মাননা পাওয়া বিদেশী বন্ধুদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রচার ও আর্কাইভকরণ।	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয়
২৭.	মিত্র বাহিনীর নিহত সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন (আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)। বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে যৌথভাবে উদ্বোধন করতে পারেন।		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয়
২৮.	ভারতের ত্রিপুরায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয়
২৯.	মুক্তিযুদ্ধের ১১ টি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় / জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা) / বিভাগীয় কমিশনার (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)।
৩০.	মুজিবনগর থেকে নদীয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত 'স্বাধীনতা সড়ক'এর নির্মাণ কাজ শুরু (বাংলাদেশ অংশ)।		স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় / পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
প্রকাশনা			
৩১.	সুবর্ণজয়ন্তীর বিশেষ স্মরণিকা/স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ।	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয়
৩২.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনপঞ্জি প্রকাশ।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয়
৩৩.	বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অগ্রগতি বিষয়ক গ্রন্থ/গবেষণামূলক পান্ডুলিপি প্রকাশে আর্থিক সহায়তা/গ্রন্থ প্রকাশ।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয়
৩৪.	৭১' এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনপঞ্জি প্রকাশ।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয়

অপর পৃষ্ঠা-৫ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে প্রচার প্রচারণা			
৩৫.	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে এবং মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বিতরণ।	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় / কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ / মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ।
৩৬.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ মোবাইল গেমস, ডকুমেন্টারি, টিভিসি ও চলচ্চিত্র নির্মাণ।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / আইসিটি বিভাগ
৩৭.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রকলা প্রদর্শনী (শিল্পকলা একাডেমিসহ দেশের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারীতে)।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩৮.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক টিভিসি, ডকুমেন্টারি ও চলচ্চিত্র সারাদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ যেমন নৌকমান্ডো আক্রমণের উপর 'অপারেশন জ্যাকপট'।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪০.	দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন।		সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
৪১.	জীবিত বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে টক-শো এর আয়োজন ও বিভিন্ন চ্যানেলে (সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেল) প্রচার।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
৪২.	চারুকলা ইনস্টিটিউট এর তত্ত্বাবধায়নে বিশেষ ভাস্কর্য প্রদর্শনী।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / স্থাপত্য অধিদপ্তর/ চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪৩.	এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বছরব্যাপী (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়) ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমাপনী অনুষ্ঠান			
৪৪.	সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপনী তথা ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ব্যাপক জাঁকজমকপূর্ণ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান আয়োজন করা।	১৬ ডিসেম্বর ২০২১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
৪৫.	খ্যাতিমান রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো।	১৬ ডিসেম্বর ২০২১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪৬.	বিজয় দিবসের আয়োজনে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা পাওয়া বিদেশী বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানো।	১৬ ডিসেম্বর ২০২১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয়
৪৭.	১৬ ডিসেম্বর / ১৭ ডিসেম্বর রাতে আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানসহ নৈশ ভোজের আয়োজন করা।	১৬ ডিসেম্বর ২০২১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
৪৮.	৫০ টি জাতীয় পতাকা সম্বলিত র‍্যালি সকল জেলা প্রদক্ষিণ শেষে বিজয় দিবসের দিন মূল অনুষ্ঠান স্থলে প্রবেশ করবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের নিকট জাতীয় পতাকাগুলো হস্তান্তর করবেন।	১৬ ডিসেম্বর ২০২১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / গৃহায়ণ ও গণপূর্ত বিভাগ / স্থানীয় সরকার বিভাগ / বিভাগীয় কমিশনার (সকল) / জেলা প্রশাসক (সকল) / বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

অপর পৃষ্ঠা-৬ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

৪৯.	দেশাত্ববোধক সঙ্গীত, নৃত্য, আতশবাজি, ব্যাপক আলোকসজ্জা ইত্যাদির মাধ্যমে বছরব্যাপী আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা।	১৬ ডিসেম্বর ২০২১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫০.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ এবং জেলা-উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্ভাব্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।	১৬ ডিসেম্বর ২০২১	সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

৩.১. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, সুবর্ণজয়ন্তীর বছরব্যাপি অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজনের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৫টি জাতীয় দিবস উদযাপনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে এর ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে না। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি/ফার্ম/ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি থেকে কিছু প্রস্তাব পাওয়া যাচ্ছে যা বাস্তবায়ন করা গেলে স্বাধীনতার চেতনা তৃনমূল পর্যন্ত এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে। আর্থিক অপর্যাপ্ততার কারণে এ সব কর্মসূচি সরকারি বরাদ্দে করা সম্ভব না হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জোরালো মনিটরিং এর মাধ্যমে Sponsor সংগ্রহপূর্বক উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি সংস্থা/উদ্যোগকে অনুমতি দেয়ার বিষয়টি এ কমিটি বিবেচনা করতে পারেন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

৩.২. এ পর্যায়ে সচিব মহোদয় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রস্তাব নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে প্রয়োজনের নিরিখে এ বাজেট কমবেশি হতে পারে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছরব্যাপী উদযাপন সংক্রান্ত সম্ভাব্য ব্যয় (প্রাথমিক হিসাব)

ক্রমিক	প্রস্তাবিত কর্মসূচি	সম্ভাব্য বরাদ্দ
১.	০১ (এক) লক্ষ স্কুল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গ্রন্থাগার এর জন্য বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই ক্রয় বাবদ (প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ৫০০০ টাকার বই)	৫০ কোটি
২.	জেলা প্রশাসনের জন্য বরাদ্দ (বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের জন্য) (প্রতি জেলায় ১ কোটি হিসেবে)	৬৪ কোটি
৩.	উপজেলা প্রশাসনের জন্য বরাদ্দ (৬৪টি সদর উপজেলা ব্যতীত) (৪২৮ উপজেলার প্রতিটি ৩০ লক্ষ হিসেবে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের জন্য)	১২৮ কোটি ৪০ লক্ষ
৪.	ডকুমেন্টারি ও শর্টফিল্ম তৈরি বাবদ (বঙ্গবন্ধুর অবদান, বীরাঙ্গনা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পাক-বাহিনীর নির্যাতন, শরণার্থী জীবনের চিত্রায়ন)	২ কোটি ৬০ লক্ষ
৫.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ	১৫ কোটি
	সর্বমোট=	২৬০ কোটি

৪.০. আলোচনা

৪.০১.. সচিব মহোদয় জানান, আলোচিত বছরব্যাপী কর্মসূচি এবং উপস্থাপিত বাজেট প্রাথমিকভাবে ধারণা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি ও বরাদ্দের বিষয়ে আলোচনা ও মূলবান মতামত ব্যক্ত করার জন্য তিনি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ জানান।

৪.০২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে তার সুন্দর উপস্থাপনা ও বছরব্যাপী যে উদ্যোগ নেয়া দরকার তার প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিশ্বব্যাপী প্রচারের লক্ষ্যে একটি ওয়েবসাইট নির্মাণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, মুজিববর্ষের ওয়েবসাইট করার জন্য প্রায় তিনমাস সময় লেগেছিল। কারণ ওয়েবসাইটের ডিজাইন অনেক ভালো হতে হবে আবার নিরাপত্তার বিষয়ও আছে। তাছাড়া এখানে তথ্য উপাত্ত নির্ভুল হতে হবে এর জন্য আরো একটি কনটেন্ট কমিটি করার অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান, মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন শেষ হলেও যেন ওয়েবসাইট অপারেশনাল থাকে তার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট মিলে একটি চুক্তিপত্র করতে হবে। তিনি জানান, একটি হচ্ছে টেকনিক্যাল কমিটি যেটা আইসিটি থেকে থাকবে এটার সফটওয়্যার, ডিজাইন, ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা এগুলো দেখবে, আর একটি থাকবে কনটেন্ট কমিটি।

অপর পৃষ্ঠা-৭ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে প্রধান করে মুজিববর্ষের বাস্তবায়ন কমিটির যারা কনটেন্ট কমিটিতে ছিলেন তাদের সমন্বয়ে এই কনটেন্ট কমিটি করা যেতে পারে। সভাপতি মহোদয় "ওয়েবসাইট তৈরী" কমিটিকে আগামী ২১, ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেন।

৪.৩. এছাড়াও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বলেন, বই বিতরণ খুবই প্রয়োজন, মুজিববর্ণার হওয়া দরকার। এছাড়াও তিনি অডিও বুকের কথা উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, ইউটিউবে, সাউন্ড এন্ড ক্লাউডে, ফেসবুকে, সোস্যাল মিডিয়াতে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার বিষয় প্রচার করা দরকার। তিনি বাংলাদেশের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী অনলাইন কুইজ করার সুপারিশও সভায় উত্থাপন করেন। কুইজ এর মাধ্যমে বছরব্যাপী ৫০টি সেরা পুরস্কার এবং তার সাথে আরো ৫০০টি বা ১০০০টি পুরস্কারের কথা তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া ৫০ বছরের উপরে একটি প্রশ্নব্যাংক বা একটি কমিটি করার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া ৫০ বছরের উপরে একটি অনলাইন কুইজ ২৬শে মার্চ থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ শেষ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি জানান, বছরব্যাপী যে উদ্যোগ করা করা হয়েছে সেখানে মার্চ অথবা ডিসেম্বরে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' একটা প্রোগ্রাম হতে পারে। এছাড়াও তিনি মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নির্মিত ৪৬ মিনিটের 'মুজিব আমার পিতা' নামের এ্যানিমেশন ফিল্ম এর কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' অথবা 'বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার ৫০ বছর' নামে ৫০ মিনিটের একটি এ্যানিমেশন ফিল্ম করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, 'শেখ হাসিনা এন্ড ফেন্ডস' নামে একটি ওয়েবসাইট এবং একটি গেইমিং এ্যাপ তারা তৈরি করছেন। ইতোমধ্যেই এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি এটির অনুমতি চেয়েছেন এবং বার্ষিক কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত করার কথা সভাকে অবহিত করেন।

৪.৪. মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জানান, স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করার সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা এবং জাতিকে আরো আশাবাদী করা যাতে স্বাধীনতার চেতনায় নতুন প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ হয়। এছাড়াও সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে মেলার আয়োজন করা হয়েছে সে মেলার নাম 'স্বাধীনতা মেলা' নামকরণের জন্য তিনি সভায় প্রস্তাব রাখেন। তিনি বই বিতরণের কর্মসূচির কথা অতি গুরুত্বপূর্ণ মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত করার কথা জানান। তিনি জানান বাংলাদেশ ৫০ বছর আগে কোথায় ছিল এখন কোথায় এসেছে এবং কোথায় আমরা যেতে চাই এটি মানুয়ের কাছে তুলে ধরতে হবে। তিনি নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে হলে কুইজ প্রতিযোগিতার দরকার আছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

৪.৫. জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী শিশুদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতা রাখার কথা উল্লেখ করেন যাতে করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের বিষয়গুলি তারা ভালো করে জানতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রাথমিক স্তর ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা যাতে চমৎকারভাবে জানতে পারে সেটির ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ করেন। তিনি ছোট ছোট ডকুমেন্টরি করে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি শিশুদের জন্য এ্যানিমেশন কার্টুন তৈরীর পরামর্শ দেন। তিনি স্বাধীনতার পর নির্মিত কালজয়ী সিনেমাসমূহের Print উন্নত/ডেভেলপ করে upload করারও পরামর্শ দেন। তিনি সভায় মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি জানান সভাপতি মহোদয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহন করার পর মুজিবনগরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য মন্ত্রণালয় হতে ব্যাপকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। তিনি উল্লেখ করেন মুক্তিযুদ্ধের যারা সংগঠক তাদেরকে এখন পর্যন্ত আমরা যথাযথ মর্যাদা দিতে পারি নাই। যারা মুক্তিযুদ্ধে সংগঠক ছিলেন, যারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ

অপর পৃষ্ঠা-৮ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

পরিচালনা করেছিলেন তাদের ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/বাংলা একাডেমি বা বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের ইতিহাস তুলে ধরার আহবান জানান। তিনি সুবর্ণজয়ন্তীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, কি কারণে মানুষ সে সময় মুক্তিযুদ্ধে আসলেন, বঙ্গবন্ধু কিভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলেন, আমাদের বঞ্চনাগুলো কি ছিলো, ইতিহাসের বিষয়গুলো বেশি করে তুলে ধরতে হবে। তিনি মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সকে বড় আকারে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলার যে প্রচেষ্টা সেটিও সুবর্ণজয়ন্তীর কর্মসূচির মধ্যে রাখার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.৬. মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী তথা সুবর্ণজয়ন্তীতে বিদেশি বন্ধুদের পুরস্কার দেয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি ব্যাপক আকারে একেবারে গ্রাম পর্যায়ের সাধারণ জনগণের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা প্রোগ্রামটি কর্মসূচিভুক্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, মুজিবনগর থেকে নদীয়া পর্যন্ত রাস্তার নাম "স্বাধীনতা সড়ক" বিষয়ে সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত ৫৩টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, তাদেরকে নিয়ে আলাদা প্রোগ্রাম করা যেতে পারে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

৪.৭. মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানকে একেবারে গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে দেবার আহবান জানান। তিনি গৃহীত কর্মসূচিতে সহমত পোষনপূর্বক সকল কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ের সংস্থার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আগামী প্রজন্মের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে স্থানীয় সরকার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

৪.৮. সভায় উপস্থিত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএসও বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপনের জন্য তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। তিনি জানান, সকল Cantonment এ ক্ষণগণনা, কনসার্ট, লেজার শো, প্রকাশনা ও মেলার আয়োজন করা হবে। এছাড়া দূর্লভ ছবি সংগ্রহ ও প্রকাশ অব্যাহত থাকবে। তিনি জানান, বিশ্বব্যাপি প্রশংসিত বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অবদানকে তুলে ধরে বিশেষ অনুষ্ঠান করা হবে। এছাড়া জাতীয়ভাবে সকল কর্মসূচিতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করবে বলে তিনি জানান।

৪.৯. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরব্যাপি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এছাড়া তিনি সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

৫.০. বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

ক) সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রণীত খসড়া কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন করা হবে;

খ) সুবর্ণজয়ন্তীর বছরব্যাপি উপস্থাপিত কর্মসূচি কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে অনুমোদন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর চূড়ান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে;

গ) প্রণীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এর বাইরেও অন্যান্য উপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করতে চাইলে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে তা মন্ত্রিপরিষদ কমিটির নিকট প্রেরণ করার অনুরোধ করা হয়;

ঘ) এ সভায় গৃহীত অনুষ্ঠানের বাইরেও পরে ভালো আইডিয়া/অনুষ্ঠানের প্রস্তাব পাওয়া গেলে মন্ত্রিপরিষদ কমিটির অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়ন করা যাবে;

অপর পৃষ্ঠা-৯ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

ঙ) উপস্থাপিত প্রাথমিক বাজেট নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়;

চ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাদের জন্য প্রযোজ্য কর্মসূচি তাদের নিজস্ব বাজেট থেকে বাস্তবায়ন করতে পারে বা অর্থ বিভাগের নিকট অর্থ বরাদ্দ চাইতে পারে;

ছ) বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তি থেকে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে বাস্তবায়নযোগ্য ও প্রয়োজনীয় হলে এবং সরকারি অর্থায়নে তার বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে তা Sponsor এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে তবে অনুষ্ঠানসমূহের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন লাগবে।

জ) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো, থিমসং নির্বাচন ও ওয়েবসাইট তৈরীর জন্য নিম্নোক্তভাবে ০৪ (চার)টি উপকমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ও থিমসং বছরব্যাপি সকল অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে হবে।

(১) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে "লোগো "নির্বাচন উপকমিটিঃ

১।	ডাঃ দীপু মনি মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২.	জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
৩.	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(১) কমিটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে লোগো নির্বাচন ও উন্মোচনের সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(২) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে "থিমসং" নির্বাচন উপকমিটিঃ

১।	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২.	জনাব কে এম খালিদ প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		সদস্য
৩.	জনাব আসাদুজ্জামান নূর মাননীয় সংসদ সদস্য	-	সদস্য
৪.	জনাব অসীম কুমার দে যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	জনাব লিয়াকত আলী লাকী মহাপরিচালক শিল্পকলা একাডেমি	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(১) কমিটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামী ২০ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ এর মধ্যে থিমসং নির্বাচন করবে। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নপূর্বক, গানে সুরারোপ ও শিল্পী কর্তৃক রেকর্ডিং করিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অপর পৃষ্ঠা-১০ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

(৩) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে "ওয়েবসাইট তৈরী" উপকমিটিঃ

১।	জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	আহবায়ক
২.	জনাব এন এম জিয়াউল আলম সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য-সচিব
৩.	ড. আব্দুল মান্নান, পিএএ প্রকল্প পরিচালক, এটুআই	-	সদস্য

কমিটির কর্মপরিধি:

(১) কমিটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এর মধ্যে ওয়েবসাইট তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৪) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ওয়েবসাইটের জন্য "কনটেন্ট নির্ধারণ" উপকমিটি

১.	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী প্রধান সমন্বয়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি	-	আহবায়ক
২.	ড. মিজানুর রহমান, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	-	সদস্য
৩.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	-	সদস্য
৪.	জনাব মফিদুল হক, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	-	সদস্য
৫.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(১) কমিটি সুবর্ণজয়ন্তীর ওয়েবসাইট তৈরীর জন্য কনটেন্ট অনুমোদন করবে;

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে/বিশেষ আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

২.১২. সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে কমিটি/উপকমিটির সদস্যগণকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানানো হয় এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সকল কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-১৮/০১/২০২১

(আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি)

মন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

তারিখ: ০৪ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৮ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অপর পৃষ্ঠা-১১ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি, ৫ম তলা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
১২। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সেনানিবাস, ঢাকা।
১৩। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৭। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। ড. মিজানুর রহমান, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২৫। প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, মগবাজার, ঢাকা।
২৬। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ঢাকা।
২৭। জনাব লিয়াকত আলী লাকী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৮। জনাব মফিদুল হক, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৯। ড. আব্দুল মান্নান, পিএএ, প্রকল্প পরিচালক, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩০। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৩১। পরিচালক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩২। জেলা প্রশাসক (সকল)।

১৪.০২.২০২১

(দেবাশীষ নাগ)
উপসচিব(প্রশাসন-১)
টেলিফোন-৯৫৭৮৬৪৮
info.molwa@yahoo.com

অপর পৃষ্ঠা-১২ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০৭.২০২০- ৯১ (৩)

তারিখ: ০৪ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৮ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর অবগতির জন্য)।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
০৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি সেল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৫। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

১৮/০১/২০২১

(দেবাশীষ নাগ)
উপসচিব(প্রশাসন-১)